তোমাকেই বলছি

মোহাম্মদ তোয়াহা আকবর

সাবিল
পাবলিকেশন

সাবিল
পাবলিকেশন

তোমাকেই বলছি

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর, ২০২১

অফলাইন পরিবেশক

সমকালীন প্রকাশন

ইসলামি টাওয়ার (দ্বিতীয় তলা), বাংলাবাজার

অনলাইন পরিবেশক

ওয়াফিলাইফ, রকমারি, ইসলামি বই, আলাদা বই

প্রকাশক

সাবিল পাবলিকেশন

শিকদার ম্যানশন (ইসলামি টাওয়ার সংলগ্ন), ১২ বাংলাবাজার, ঢাকা

মুঠোফোন : ০১৮৮৮ ৭১ ৭১ ২৯

sabilpublication@gmail.com

facebook.com/sabilpublicationbd

সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য : ৩২৫ ৳

(দাওয়ার উদ্দেশ্যে রেফারেন্স-বুক হিসেবে বইটির যে-কোনো অংশ ব্যবহার করা যাবে)

বই : তোমাকেই বলছি

লেখক : মোহাম্মদ তোয়াহা আকবর

সম্পাদক : জাকারিয়া মাসুদ

শারঈ সম্পাদক : হাফিজ আল মুনাদী

প্রচ্ছদ : শাহরিয়ার হোসাইন

পৃষ্ঠাসজ্জা : আব্দুল্লাহ আল মাসুদ

উৎসর্গ

আপনাকে এবং

তোমাকে

সূচিপত্র

লেখকের কী-বোর্ড থেকে ১৭

কৃতজ্ঞতা ১৮

প্রথম অধ্যায় : তাঁর ভাবনায় ১৯

ভালোবাসি না আর! ২০

অতি-বুদ্ধি ২২

পাওয়ারফুল! ২৩

হৃদয়ের আসনে ২৪

আল-খুশু ২৫

মূল চাবি ২৬

স্মরণে ২৭

একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং ২৭

যিকরুল্লাহ ২৮

অনুভূতি বনাম শব্দ ৩১

স্বাধীনতার সমর্পণ ৩২

আমাদের লুকানো অবিশ্বাস! ৩২

খুব গভীরে ৩৪

অযোগ্যতার কল্যাণ! ৩৫
বিরামহীন ইবাদত ৩৫
দাসত্বের নামে 'ফাইজলামি'! ৩৬
নম্রতার সময় আসেনি? ৩৭
উনার দিকেই ৩৯
ফিরছ? ৪০

দ্বিতীয় অধ্যায় : অল্প-কথন ৪৩

সঠিক রাস্তা ৪৪
ভুল ৪৪
মন ৪৪
ছেলেদের জন্য না ৪৫
দিয়ে দাও ৪৫
বান্দাগো! ৪৫
স্বার্থ ৪৫
কালামের পবিত্রতা ৪৬
লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ৪৬
হতাশা ৪৬
ছোট্ট যাচাই ৪৬
চুপ! ৪৭
কিছু দাস ৪৮
সংযোগ ৪৮

সঙ্গ..... ৪৮
হৃদয়ের সুস্থতা..... ৪৮
একা আঁধারে হায়, বসে আছি! ৪৯
শুদ্ধি ও কথা.....৪৯
নির্বাচন! ৪৯
দুই মালিকের দাস..... ৫০
ছয় আউলা ৫০
ভুল ভরসায়.....৫১
রোবট হবে? ৫১
ভুক্তভোগী.....৫১
ভারসাম্য.....৫২
স্বপ্ন ৫২
ইলমের অমর্যাদা ৫৩
উত্তমের ওপরে অধম ৫৩
ভাবুন..... ৫৩
বেগ-আবেগ ৫৪
প্রণতির প্রার্থনায়.....৫৪
অনুসরণীয় সাফল্য..... ৫৫
তুমি এবনরম্যাল? ৫৫
তুমি চাইলে..... ৫৫
কিবলা-লক্ষ্য..... ৫৬
হালালেই হিসাব ৫৬

অন্ধের ভিক্ষা.....৫৭
দারিদ্র্যহীনতা.....৫৭
ইস্তিগফারের ইস্তিগফার.....৫৭
সায়েন্টিজম ৫৮
ফেইসবুকের নীলাভে ৫৮
সুন্নাহর ক্ষমতা ৫৮
মায়া আর ভ্রান্তি.....৫৯
সত্যের জন্য বাঁচো ৫৯
সিয়ামের পুরস্কার ৫৯
ইতিকাফের প্রস্তুতি..... ৬০
ধ্বংসাত্মক ভারসাম্যহীনতা ৬১
ফটোকপি মেশিন ৬১
ঘুম কমিয়ে হলেও বাঁচো.....৬২

তৃতীয় অধ্যায় : কুরআন পড়ি, জীবন গড়ি ৬৫

হৃদয় বাঁচাও ৬৬
একটা কাজ..... ৬৬
হৃদয়-তরঙ্গ.....৬৭
দ্বিতীয় কাজ ৬৮
ঈমান চাও? ৬৯
প্রার্থনা আর কাজ.....৬৯
তৃতীয় কাজ..... ৭০

আপডেইটেড গাইডেন্স ৭১

চার নং কাজ ৭২

শান্তিময় আয়াত ৭৩

পঞ্চম আনন্দ ৭৫

অজ্ঞানতার অপবিত্রতা ৭৫

গ্রেপ্তার ভণ্ড ৭৬

রাব্বের স্মরণে তুমি ৭৭

ছয়ের নায়ে ৭৮

হস্তীনামা ৭৮

সাতের সাথে শেষ ৭৯

ও নাফস আমার! ৮০

ও নাফস আমার : সূরা ফালাক্ব, সূরা নাস ৮০

ও নাফস আমার : সূরা লাহাব ৮১

ও নাফস আমার : সূরা আল-ইখলাস ৮১

ও নাফস আমার : সূরা কাফিরূন ৮২

ও নাফস আমার : সূরা আল-কাউসার ৮৩

ও নাফস আমার : সূরা আন-নাসর ৮৩

ও নাফস আমার : সূরা আল-মাউন ৮৪

ও নাফস আমার : সূরা কাহাফের ২৮ ..... ৮৪

ও নাফস আমার : সূরা কুরাইশ ৮৪

ও নাফস আমার : সূরা আল-ফীল ৮৫

ডুবন্ত মানুষ ৮৫

সূরা কাহাফ ভাবনা ৮৬

কেন পড়ব? ৮৬

কাহাফ-ভাবনা ৮৭

সূরা কাহাফের এক কণা ৯১
মেশিন হবে, নাকি মানুষ? ৯৪
কাহাফের ৪৬.....৯৭
কাহাফের ২৮ এ লুকানো ধাঁধা ৯৭
ফিরি ৯৭
শেষ সময়ে কাহাফে..... ৯৮
তিনিই যথেষ্ট..... ১০২
দুর্দান্ত চার ১০৪
ও ভুলোমনা নাফস! ১০৬

চতুর্থ অধ্যায় : কা'বার পথের পথিক ১০৯

হাজ্জ করো..... ১১০
লাব্বাইক!.....১১১
এককত্বের ভূমিতে.....১১২
রাব্বের সান্নিধ্যে ১১৩

পঞ্চম অধ্যায় : জীবন থেকে নেয়া ১১৫

শিক্ষকতার প্রাপ্তি..... ১১৬
অস্পৃশ্যা না, উম্মাহর!..... ১১৯
বুড়িয়ে? ১২৬
আমার আসল রূপ!.....১২৭
আহ্বানের পথে ১২৮

আমার বিয়ের গল্প ১২৮
বিয়ে-শুদ্ধি ১৩৩
পাহাড়ে যাও..... ১৩৪
নিয়ামাত..... ১৩৫
দুনিয়া-দেবী ১৩৬
না-থাকতাম যদি! ১৩৬
সঙ্গ..... ১৩৭
জ্বলে! ১৩৮
জ্যোতি আর নূর ১৩৮
অবসর..... ১৩৯
ফেনা..... ১৩৯
আদব..... ১৪০
একক..... ১৪০
ইলম..... ১৪১
অন্তর্ঘুম ১৪২
শুদ্ধি যাত্রা কবে? ১৪২
বড় ত্যাগী কে? ১৪৪
প্রতারণাকারী, ধোঁকাবাজ, নকলবাজ ১৪৫
জুমুআবারের বুস্ট..... ১৪৭
দশ কথা ১৫০
ক্লাসরুমের বাহুল্য..... ১৫৯
শিক্ষায় ঘাপলা?..... ১৬০

ভুল দীক্ষায়, ভুল গন্তব্য..... ১৬২
দেহ-মূর্তি..... ১৬৪

ষষ্ঠ অধ্যায় : তোমার সমীপে ১৬৫

ছোট্ট পায়ে..... ১৬৬
নিজের ভ্রান্তি..... ১৬৭
কবে?..... ১৬৭
ও হৃদয় আমার!..... ১৬৮
নিজকে দেখো..... ১৭১
ক্ষমতা..... ১৭২
প্রশ্নমালা..... ১৭২
অযোগ্যতার অপরাধ..... ১৭৩
হয়েছে?..... ১৭৪
ছয় জ্ঞান..... ১৭৫
পথ, সিদ্ধান্ত, পরিণতি..... ১৭৬
ফিরতে হবে অতীতেই..... ১৭৭
উত্তর পেলাম..... ১৭৮
ঋণাত্মকে বিশ্বাস..... ১৭৯
ইসলাম, ঈমান, ইহসান..... ১৮০
প্রার্থনার আগে..... ১৮০
গতিবৃদ্ধি..... ১৮১
আটাশের কাজ..... ১৮৩

অপরিচিত মুসাফির হও ১৮৪
ইলম চাইলে ১৮৫
আল্লাহর ভালোবাসা চাও? ১৮৫
আঁকড়ে ধরো ১৮৬
ভাইয়ের জন্য পছন্দ করা ১৮৭
এগিয়ে যাও ১৮৮
আমার ঈমান! ১৮৮
অভিজ্ঞতার ফাঁদে ১৮৯
আল্লাহর ক্ষমা ১৯০
অপরিচিত ১৯১
প্রস্তুতি ১৯২
অদৃশ্যের জ্ঞান আর যাত্রা ১৯৩
কপি-পেস্ট ১৯৪
মস্তিষ্ক ফেলে হৃদয়ে ১৯৪
মানব জ্ঞানের অক্ষমতা ১৯৪
শিফা ও রহমত ১৯৫
জিল্লতির কারণ ১৯৫
মুখ ফিরাতে হবে ১৯৬
মুমিন কেন হতাশ হয় না? ১৯৬
মালিকের খুশি ১৯৭
অংশীদারত্বের ছত্রাক ১৯৭
প্রবৃত্তি যখন ইলাহ! ১৯৭

গুরুত্বপূর্ণ পথ-নির্দেশনা..... ১৯৮
কলুষিত দরিদ্রতা..... ২০০
আমি মরি না, প্রতিদিনই বেঁচে থাকি!..... ২০০
সামনে..... ২০১
পিছিয়ে এখনো..... ২০১
মুমূর্ষু..... ২০২
লোকসান-বিহীন ব্যবসা..... ২০২
ভালো কাজে নিষেধ..... ২০৩
হায় রমাদান!..... ২০৩
রাহমাহ..... ২০৪
কঠিন ভ্রান্তি..... ২০৪
পালাও!..... ২০৫
সাধনা..... ২০৬
এক ঢিলে ছয় পাখি..... ২০৭
মুক্তি..... ২০৮

সপ্তম অধ্যায় : অনূদিত অনুভূতি ২০৯

মানদণ্ড বেছে নাও..... ২১০
গুহা খুঁজে নাও..... ২১০
তোমার দানব..... ২১২
আঁধারের বিদায়..... ২১২
আবশ্যিক ভারসাম্য!..... ২১২

রোগ! ২১৩
খুঁজে নাও, নয়তো অন্ধ থাকো ২১৩
অসাধারণ!..... ২১৩
বিক্রি হয়ে যেয়ো না!..... ২১৩
প্রথমে ভালোবাসতে শেখো..... ২১৩
পঞ্চ-রত্ন ২১৪
তোমার কাছে আছে?..... ২১৪
জিজ্ঞেস করো নিজেকেই..... ২১৫
মনোযোগ ফেরাও..... ২১৫
আহারে অভাগা!..... ২১৫
নিঃস্ব..... ২১৬
দুটো ঢাল ২১৬
অপরাধীর জবানবন্দি ২১৭
এ যে এমনই ছিল!.....২১৭
ইলম ও তথ্য ২১৮
অনন্য তুমি..... ২১৮
ড. নিউটন থেকে মি. তুমি ২১৯
নিজেকে পেরিয়ে ২২১
মরার আগেই মরে যাও..... ২২৩

অষ্টম অধ্যায় : দুনিয়ার হাকীকত ২২৫

দুনিয়া-মদ..... ২২৬

কুরআনে দুনিয়া..... ২২৬
তবুও কি দুনিয়াই চাই আমার? ২২৭

লেখকের কী-বোর্ড থেকে

“উল্টো নির্ণয়” ছিল নিজের স্রষ্টাকে চেনার কথা নিয়ে।

“কে উনি?” লেখা হয়েছিল স্রষ্টার সর্বশেষ সত্য বার্তাবাহককে যুক্তি-প্রমাণসহ চিনে নেয়ার জন্য।

আর “তোমাকেই বলছি” হচ্ছে সেই স্রষ্টা, আর তাঁর প্রেরিত বার্তা ও বার্তাবাহকের সাথে নিজের পরিচয়কে খুঁজে নেয়া, নিজের সত্তাকে বুঝে নেয়া, নিজেকে চিনে নেয়ার সুদীর্ঘ পথচলার সৈকতে কুড়িয়ে পাওয়া কিছু নুড়িপাথরের কথা।

কৃতজ্ঞতা

আমার প্রাণের প্রিয় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সা) প্রতি।

আর আল্লাহর দেয়া পরিবার, বন্ধু-বান্ধব ও স্বজনদের প্রতি।

আপনাদের মাধ্যমেই আল্লাহ আমাকে আজকে এই কাজগুলো করার সুযোগ দিয়েছেন, তাওফিক দান করেছেন। এই কৃতজ্ঞতাকে ভাষায় বাঁধার ক্ষমতা রাব্বে কারীম আমাকে দেননি। আল্লাহ যেন আপনাদেরকে পুরোপুরি ক্ষমা করে দিয়ে অনেক অনেক রহমতে ডুবিয়ে রাখেন, এটাই আমার চাওয়া। আর আমাকে আরও বেশি দুআতে রাখবেন, প্লিজ?

বিশেষ কৃতজ্ঞতা জাকারিয়া মাসুদ ভাই আর সাবিল পরিবারের প্রতি। লেখাগুলোকে বইতে বাঁধতে আপনারা যে আন্তরিকতা আর শ্রম দিয়েছেন, এর প্রতিদান শুধু আল্লাহ ছাড়া আর কার পক্ষে দেয়া সম্ভব, বলেন তো? সম্ভব না। আল্লাহ যেন এর জন্য অবশ্যই অবশ্যই আপনাদেরকে পূর্ণ ক্ষমাসহ সর্বোচ্চ পুরস্কারে পুরস্কৃত করেন।

আর অজস্র কৃতজ্ঞতা তোমার প্রতিও, যেহেতু এই বইটাকে তুমি হাতে তুলে নিয়েছো, পড়ার চেষ্টা করছো।

সবিশেষ কৃতজ্ঞতা স্নেহের ছোট ভাই মাবরুরের জন্য।

সে এই বইয়ের "অনূদিত অনুভূতি" অধ্যায়ের সবগুলো লেখা অদ্ভুত ভালোবাসায় ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ করে দিয়েছে। আমাদের দুইজনকে যেন রাব্বে কারীম বিনা হিসাবে, বিনা আজাবে খুব দ্রুত জান্নাতুল ফিরদাউসের সর্বোচ্চ উচ্চতায় একত্রিত করে দেন।

সেই সাথে তোমাকেও। আ-মীন।

(যেহেতু এখনো পড়েই যাচ্ছো, হাহাহাঃ)।

-মোহাম্মদ তোয়াহা আকবর
touahaakbar@gmail.com

প্রথম অধ্যায় : তাঁর ভাবনায়

ভালোবাসি না আর!

খুঁজতে খুঁজতে, ভালোবাসতে বাসতে, হোঁচট খেতে খেতে একদিন তুমি হঠাৎ আবিষ্কার করবে, মহাযাত্রার যে পথটা তুমি বেছে নিয়েছ সেটা সোজা চলে গেছে তোমার লালন-পালনকারী আল্লাহর দিকে। বুঝতে পারবে যে, শীঘ্রই তুমি তোমার প্রাণের প্রিয় স্রষ্টাকে পেতে যাচ্ছ। কিভাবে বুঝতে পারবে? চিহ্ন দেখে, নিদর্শন দেখে, নিজের গভীরে পরিবর্তন দেখে। কী রকম? আজকে প্রথমটা বলি শুধু।

তুমি দেখবে, তোমার পুরো হৃদয়, আত্মা ও সত্তাজুড়ে কেবল এবং একমাত্র আল্লাহর জন্য তীব্র, সুগভীর ভালোবাসা উথাল-পাথাল করছে। সেই ভালোবাসায় তুমি ডুবে যাচ্ছ, মরে যাচ্ছ। অন্য সব মোহ-টান হারিয়ে যাওয়ায় তোমার অস্থিরতা সরে যাচ্ছে। স্থিরপ্রাণ হয়ে যাচ্ছ তুমি। তখন কেবলই দু-চোখ ভিজে আসবে। এতটাই বেশি মিস করবে উনাকে!

অন্য কিছুর প্রতি কোনো টান, কারও প্রতি ভালোবাসা, সাফল্য, টাকা-পয়সা, ডিগ্রী, খ্যাতি, ক্ষমতা, মূর্ত-বিমূর্ত সবকিছুই তোমার অন্তরের চোখে মৃত আর অর্থহীন হয়ে যাবে। তুমি নিজের খুব গভীরে গিয়ে, এই সবকিছুর অসারতাটা দুইয়ে তিনে যোগ করে পাঁচ হওয়ার মতোই নিশ্চিতভাবে বুঝে ফেলবে। কিন্তু খবরদার! কাউকে বোঝাতে যেয়ো না। কিছু জিনিস শব্দে বেঁধে বোঝানো যায় না। নিজে হেঁটে, হোঁচট খেয়ে অনুভব করতে হয়। ভেবে ভেবে বুঝতে হয়। এটাও ঠিক তেমনি।

মহানুভব স্রষ্টা ছাড়া আর সবাই, সবকিছু তোমার হৃদয় থেকে একপাশে সরে যাবে। বাচ্চারা একটা সময়ে বড় হয়ে যায়। ছোটবেলার সব জীবন-মরণ টাইপের খেলনাই একসময় বাচ্চাদের জীবন থেকে একপাশে সরে পড়ে। আসলে খেলনাগুলো অযোগ্য কিংবা ফেলনা হয় না কখনোই। সেগুলোর বাস্তবতা আগের মতোই থাকে। শুধু তুমিই শিশু থেকে বড় হয়ে যাও। কিছু সত্য বুঝে যাও। ফলে চাহিদার খাতায় নতুন পাতা আসে। এটাও ঠিক সে রকম।

দুনিয়ার জীবনের অবাস্তবতা, ভ্রান্তি বোঝার জন্য ভাবনার গভীরতায় ডুব দিতে হয়। এই অবাস্তবতা, ভ্রান্তির কথা আল্লাহ নিজেই সরাসরি যখন তোমাকে বলেন, তখনো তুমি মানতে চাও না। কারণ, সেটা তুমি বুঝতে পারো না। সেটা বোঝার জন্য চিন্তার দৌড়ে অগ্রগামী আর ভাবনার সাগরের দক্ষ ডুবুরি হতে হয়!